অর্থ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথ নির্দেশিকা

পাইলট উদ্যোগ:

অর্থ বিভাগের মামলাসমূহ পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা প্রণয়ন

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

২০২৪ সনের ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন সূর্যোদয়ের বাংলাদেশে সংবিধানসম্মত মূল্যবোধকে ভিত্তি করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সংস্কার কার্যক্রম তথা রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক অঙ্গীকার ও দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সংস্কার ধারার অংশ হিসেবে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সময়োপযোগী, জনবান্ধব ও মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যুগোপযোগী সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল স্তরের অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবসমূহকে ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে অর্থ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের পথ নির্দেশিকা।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

সৈয়দ মুহাম্মদ কাওছার হোসেন
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন, বাজেট প্রস্তুতি এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থাপনার সার্বিক দিক তত্ত্বাবধান করে থাকে। এই বিভাগের অধীনে আইন অনুবিভাগ রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পর্কিত বিভিন্ন মামলার ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দীর্ঘদিন ধরে মামলাসমূহ পরিচালনায় কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে, যেমন:

মামলা ব্যবস্থাপনার তথ্য ঘাটতি:

অনেক মামলা সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীভূত নয়, ফলে নীতি নির্ধারণে সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।

2. **দীর্ঘসূত্রতা ও ফলো-আপের অভাব:**

মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কোনো আধুনিক, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা না থাকায় সময়মতো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় না।

3. **আইনগত দুর্বলতা ও সমন্বয়হীনতা:**

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় মামলা দুর্বলভাবে উপস্থাপন হয় বা হারিয়ে যায়।

4. **দক্ষ মানবসম্পদের অভাব:**

মামলা পরিচালনায় প্রশিক্ষিত আইনজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার ঘাটতি রয়েছে।

বর্তমান চিত্র: অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট

অর্থ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণভাবে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার তথ্য সংরক্ষণ ও ট্র্যাকিংয়ের জন্য ডিজিটাল ডাটাবেইস চালু করা হয়েছে। এটি মামলার অগ্রগতি মনিটরিং, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয় এবং নথিপত্র দ্রুত খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যা তাদের আইনি বিশ্লেষণ ও মামলা পরিচালনায় সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অনেক সময় মামলার তথ্য হালনাগাদ না হওয়া, ফাইলিংয়ে ধীরগতি, এবং বিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। জনবল সংকট ও প্রযুক্তি ব্যবহারে অপর্যাপ্ততা এখনও বড় প্রতিবন্ধক। এছাড়া মামলার প্রাথমিক বিশ্লেষণ বা অনুমোদনের ধাপগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ব্যবস্থাকে ধীর করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, আইন অনুবিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রক্রিয়া ইতিবাচক দিকে এগোলেও পূর্ণ সফলতার জন্য আরও কাঠামোগত পরিবর্তন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং প্রয়োজন।

বর্তমান চিত্র: বহিঃস্থ প্রেক্ষাপট (External Context)

বাহ্যিকভাবে অর্থ বিভাগের আইন অনুবিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রচেষ্টার একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিচার বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় উন্নত হলেও, এখনো তথ্য আদান-প্রদানে ধীরতা, জটিলতা ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনেক মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে, যা সরকারকে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলছে।

সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার দিক থেকে কিছু উন্নয়ন হলেও, সাধারণ নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য সহায়তা পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে তথ্যপ্রাপ্তি কঠিন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় বাহ্যিক স্টেকহোল্ডাররা বিভ্রান্ত হন।

বিশ্বব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আইনগত কাঠামো ও ডিজিটালাইজেশনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা বাহ্যিকভাবে এই ব্যবস্থাপনায় আশা জাগিয়েছে। তবে এ ধরনের প্রচেষ্টা টেকসই করতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, নীতিগত স্পষ্টতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।
বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় যে, আইন অনুবিভাগের মামলাব্যবস্থাপনা এখনো আস্থার জায়গায় পৌঁছায়নি, তবে দিকনির্দেশনাগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম

১.১ পূর্ববর্তী মামলার রায় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি জ্ঞান বিনিময় (Knowledge Sharing) প্লাটফর্ম স্থাপন

সংস্কারের পটভূমি:

সরকারি মামলা পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে পূর্ববর্তী মামলার রায়সমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ উদ্দেশ্যে একটি প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান বিনিময় (Knowledge Sharing) প্লাটফর্ম স্থাপন করা হলে মামলার ধরণ, রায়, আইনি যুক্তি এবং সফল কৌশলসমূহ তথ্যভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে ভবিষ্যৎ মামলা পরিচালনায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষায় একটি সমন্বিত ও কার্যকর কাঠামো তৈরি হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সরকারি মামলা পরিচালনায় পূর্ববর্তী রায়সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য একটি প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান বিনিময় প্লাটফর্ম স্থাপন।

সংস্কারের ফলাফল:

ভবিষ্যৎ মামলায় অভিন্ন কৌশল গ্রহণ, সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষায় অধিক কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান বিনিময় প্লাটফর্মে পূর্ববর্তী রায়সমূহের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও আপলোডের সংখ্যা (বার্ষিক)।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.২ প্রতিটি মামলার জন্য ঝুঁকি স্কোর (Risk Scoring) নির্ধারণ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মামলাগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ:

সংস্কারের পটভূমি:

প্রতিটি মামলার গুরুত্ব ও ঝুঁকি নিরূপণের জন্য ঝুঁকি স্কোর নির্ধারণ একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। ঝুঁকি স্কোরিংয়ের মাধ্যমে মামলার বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মামলা চিহ্নিত করা হয়, যা দ্রুত ও যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিত করে। তাই, এ পদ্ধতি সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও মামলা পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মামলার গুরুত্ব ও ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সনাক্ত করে দ্রুত মনিটরিং নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সরকারি সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং মামলা পরিচালনার কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মামলা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক মনিটরিং হার (%)

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৩ মামলা পরিচালনায় অধস্তন দপ্তরগুলোর সাথে নিয়মিত পরামর্শ ও সমন্বয়

সংস্কারের পটভূমি:

মামলা পরিচালনায় কার্যকর ও সুষ্ঠু কার্যপ্রণালির জন্য অধস্তন দপ্তরগুলোর সাথে নিয়মিত পরামর্শ ও সমন্বয় অপরিহার্য। তথ্য অনুযায়ী, নিয়মিত আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মামলার অগ্রগতি দ্রুত হয় এবং প্রশাসনিক ত্রুটি কমে যায়। তাই মামলার সঠিক নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে এই সমন্বয় প্রক্রিয়াকে নিয়মিত ও জোরদার করতে হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মামলার দ্রুত ও সুষ্ঠু নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য অধস্তন দপ্তরগুলোর সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ ও সমন্বয় জোরদার করা।

সংস্কারের ফলাফল:

মামলার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়ে প্রশাসনিক ত্রুটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

অধস্তন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সভার সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.৪ মামলা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন

সংস্কারের পটভূমি:

মামলা পরিচালনার দক্ষতা ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণে তারা আইনি প্রক্রিয়া, নীতি ও সর্বশেষ নিয়মকানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে, যা মামলার সফল পরিচালনায় সহায়ক হয়। ফলস্বরূপ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে মামলা ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মামলা পরিচালনার দক্ষতা ও সুষ্ঠুতা বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের আইনি জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

মামলার সফল ও কার্যকর পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষিত এবং মামলা ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার এন্ট্রি ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার এন্ট্রি কার্যক্রম বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ। ম্যানুয়াল পদ্ধতির কারণে মামলার তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি না হওয়ায় প্রয়োজনের সময় তা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় না, যা আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করলে দ্রুত ও সঠিক এন্ট্রি নিশ্চিত হবে এবং মামলার পরিচালনা আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার এন্ট্রি কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা, যাতে সময় ও ভুলের পরিমাণ কমিয়ে মামলা পরিচালনা আরও কার্যকর এবং দ্রুত করা যায়।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু হলে মামলার তথ্য দ্রুত ও সঠিকভাবে এন্ট্রি হবে, যা আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বাড়াবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

রিট মামলার এন্ট্রি প্রক্রিয়ার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে তথ্য এন্ট্রির গড় সময় ৫০% কমানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এটি মামলার এন্ট্রি ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এটি মামলার এন্ট্রি কার্যক্রম বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ। ম্যানুয়াল পদ্ধতির কারণে মামলার তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি না হওয়ায় প্রয়োজনের সময় তা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় না, যা আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করলে দ্রুত ও সঠিক এন্ট্রি নিশ্চিত হবে এবং মামলার পরিচালনা আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এটি মামলার এন্ট্রি কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা, যাতে সময় ও ভুলের পরিমাণ কমিয়ে মামলা পরিচালনা আরও কার্যকর এবং দ্রুত করা যায়।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু হলে মামলার তথ্য দ্রুত ও সঠিকভাবে এন্ট্রি হবে, যা আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বাড়াবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

মামলার তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে এন্ট্রির শতকরা হার।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৩ মামলা পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন অনুবিভাগে একটি ই-লিটিগেশন ড্যাশবোর্ড স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি-নির্ভর সমাধান গ্রহণ সময়োপযোগী ও অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে আইন অনুবিভাগে একটি ই-লিটিগেশন ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে মামলার অবস্থা, শুনানির তারিখ, অগ্রগতি ও ফলাফলের তথ্য নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা যাবে। এর ফলে মামলার সঠিক ও সময়মতো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়ে সরকারি স্বার্থ রক্ষা সহজতর হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যকর ও সময়মতো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিনির্ভর ই-লিটিগেশন ড্যাশবোর্ড চালু করা।

সংস্কারের ফলাফল:

ই-লিটিগেশন ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মামলার তথ্য ও অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং সম্ভব হওয়ায় সরকারি স্বার্থ রক্ষা আরও কার্যকর ও সুনিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

ই-লিটিগেশন ড্যাশবোর্ডে মামলার আপডেট ও মনিটরিংয়ের শতকরা হার।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.৪ মামলা পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। বর্তমানে মামলা সংশ্লিষ্ট তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় সময়মতো হালনাগাদ তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে মামলা পরিচালনায় বিলম্ব ও অসঙ্গতি দেখা দেয়। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুর মাধ্যমে মামলাসমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহের মামলা ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদ, কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুর ফলে মামলা পরিচালনায় সময় ও সম্পদের অপচয় হ্রাস পাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হবে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

মামলার তথ্য হালনাগাদের গড় সময়।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগে অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান করার দায়িত্ব প্রবিধি অনুবিভাগের পরিবর্তে আইন অনুবিভাগকে প্রদান

প্রেক্ষাপট:

বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থ বিভাগের যথাযথ মতামত প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। বর্তমানে এই দায়িত্ব প্রবিধি অনুবিভাগের উপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব আইন অনুবিভাগে হস্তান্তর করা হলে এ অনুবিভাগের বিশেষায়িত জ্ঞানের কারণে মতামত প্রদান অধিকতর ফলপ্রসু হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের মতামত প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ, সুনির্দিষ্ট ও ফলপ্রসূ করার মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থের যথাযথ রক্ষা নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

আইন অনুবিভাগের বিশেষায়িত জ্ঞানের মাধ্যমে বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগে অর্থ বিভাগের মতামত আরও যথাযথ ও কার্যকর হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের মতামত প্রদানের গড় সময়।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.২ অর্থ বিভাগের বেসরকারি প্যানেল আইনজীবীদের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রশাসন অনুবিভাগের পরিবর্তে আইন অনুবিভাগে হস্তান্তর

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের বেসরকারি আইনজীবীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দক্ষতা ও আইনগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির কারণে এটি প্রশাসন অনুবিভাগ থেকে আইন অনুবিভাগের অধীনে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, আইন অনুবিভাগ আইনগত বিষয়গুলো ভালোভাবে মূল্যায়ন করে দ্রুত এবং মানসম্পন্ন নিয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম। তাই এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সুষ্ঠু, কার্যকর এবং স্বচ্ছ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের বেসরকারি আইনজীবীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততর, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় দিন সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট মামলা সম্পর্কে অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত পর্যালোচনা, মনিটরিং এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের মামলা পরিচালনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও আইনগত ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত পর্যালোচনা, মনিটরিং এবং সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, মামলার বিষয়ে নিয়মিত বৈঠক ও তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুত সমাধান সম্ভব হচ্ছে। তাই, এই সমন্বিত কার্যপ্রণালী সরকারি স্বার্থ সুরক্ষায় সহায়ক এবং বিচারিক প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের মামলা পরিচালনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং আইনগত ঝুঁকি হ্রাসে অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত পর্যালোচনা, মনিটরিং ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সমন্বিত কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং বিচারিক প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত যৌথ পর্যালোচনা ও সমন্বয় বৈঠকের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৪ মামলা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন

প্রেক্ষাপট:

মামলা পরিচালনার দক্ষতা ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের প্রশিক্ষণে তারা আইনি প্রক্রিয়া, নীতি ও সর্বশেষ নিয়মকানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে, যা মামলার সফল পরিচালনায় সহায়ক হয়। ফলস্বরূপ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে মামলা ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মামলা পরিচালনার দক্ষতা ও সুষ্ঠুতা বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের আইনি জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

মামলার সফল ও কার্যকর পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষিত এবং মামলা ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সহযোগিতায়:

সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

নিষ্পন্ন মামলার হার (%)।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ Managed Service-এর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য একটি সুস্পষ্ট, মানসম্মত ও সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার এন্ট্রি কার্যক্রম বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ। ম্যানুয়াল পদ্ধতির কারণে মামলার তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি না হওয়ায় প্রয়োজনের সময় তা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় না, যা আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করলে দ্রুত ও সঠিক এন্ট্রি নিশ্চিত হবে এবং মামলার পরিচালনা আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও মানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

আইনগত কার্যক্রম আরও দক্ষ এবং কার্যকর হবে এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ।

পাইলটিং কার্যক্রম:

খসড়া প্রনয়ণ

কেপিআই:

নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন সম্পন্নের হার।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.২ বেসরকারি প্যানেল আইনজীবীদের ফি/ অন্যান্য হার নির্ধারণ

প্রেক্ষাপট:

Managed Service-এর আওতায় বেসরকারি প্যানেল আইনজীবীদের ফি এবং অন্যান্য হার প্রচলিত হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর ফলে নিয়োগকৃত আইনজীবীদের ফি কাঠামো স্বচ্ছ ও মানসম্মত হবে, যা সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। পাশাপাশি নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীদের মাধ্যমে মানসম্পন্ন আইনি সেবা ক্রয় নিশ্চিত হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

প্যানেল আইনজীবীদের ফি এবং অন্যান্য হার নির্ধারণে একটি সুশৃঙ্খল, স্বচ্ছ এবং মানসম্মত প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সরকারি ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং আইনি সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ।

কেপিআই:

নিয়োগকৃত বেসরকারি প্যানেল আইনজীবীদের ফি ও অন্যান্য হার প্রচলিত বাজার হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৩ KPI এর আলোকে বেসরকারি আইনজীবীদের Performance মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বেসরকারি আইনজীবীদের কার্যক্ষমতা মূল্যায়নে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। KPI (Key Performance Indicators) ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আইনজীবীদের পেশাগত দক্ষতা, সাফল্য এবং সেবা গুণগতমান পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে সরকারের আইনগত সেবা আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য হবে, যা প্রতিষ্ঠানিক মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বেসরকারি আইনজীবীদের কার্যক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য KPI ভিত্তিক একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা, যাতে আইনজীবীদের পেশাগত দক্ষতা এবং সেবা গুণগতমান উন্নত হয়।

সংস্কারের ফলাফল:

সরকারের আইনগত সেবা আরও কার্যকর, স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য হবে, যা প্রতিষ্ঠানিক মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ।

কেপিআই:

নির্দেশিকা প্রণয়ন সম্পাদন।

মূল দায়িত্ব: অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৪ উচ্চ-আদালতে অধস্তন দপ্তরের মামলা পরিচালনায় সরকারি স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনায় একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। এটি সরকারি স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, যাতে মামলার প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ নেয়া যায়। এ ধরনের নির্দেশিকা প্রণয়ন সরকারি স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য অপরিহার্য এবং মামলার ফলাফলকে ইতিবাচক দিকে প্রভাবিত করবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা।

সংস্কারের ফলাফল:

এই নির্দেশিকা প্রণয়ন সরকারি স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক হবে এবং মামলার প্রতিটি পর্যায়ে কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ নিশ্চিত করে মামলার ফলাফলকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ।

কেপিআই:

নির্দেশিকা প্রণয়ন সম্পাদন।

আইন অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

উপসংহার:

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারাবদ্ধ।এটি শুধু একটি সংস্কার পরিকল্পনা নয়, বরং টেকসই বাংলাদেশের লক্ষ্যে একটি সুসংহত পথনকশা, নীতিনির্ধারক, দপ্তরসমূহ ও অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।প্রতিটি সংস্কার উদ্যোগে জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনাই এর অন্যতম লক্ষ্য। মনে রাখতে হবে –

“নতুন দিন সবার জন্য অপেক্ষা করে, আর এই নতুন দিন ডেকে আনা;
না আনার মাঝেই প্রত্যাশিত স্বপ্নের বীজ সুপ্ত ”

তাই এই লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশিত।

পাইলট উদ্যোগ:

অর্থ বিভাগের মামলাসমূহ পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা প্রণয়ন

আগস্ট ২০২৫ - অক্টোবর ২০২৫

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা : সমস্যার কারণ

সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর যথাযথ ও দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন আইনজীবীর ঘাটতি
- মামলা সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা বা সমন্বয়ের অভাব
- দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি
- আইনজীবী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা : ফলাফল

এ সকল সমস্যার কারণে মামলা নিষ্পত্তি দীর্ঘায়িত হয়, সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থাও হ্রাস পায়।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা : সমস্যা সমাধানের উপায়

অর্থ বিভাগের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি, যেখানে থাকবে:

- স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া
- নির্ধারিত কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (KPI)
- সময়সীমা, পেশাগত যোগ্যতা ও জবাবদিহিতার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা
- প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কমিটি গঠন ও তত্ত্বাবধান

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা : ফলাফল

- দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ
- মামলা পরিচালনায় গতিশীলতা
- সরকারের আর্থিক স্বার্থের সুরক্ষা
- মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

অর্থ বিভাগের মামলাসমূহ পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা প্রণয়ন

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

অর্থ বিভাগ, আইন অধিশাখা

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? যৌক্তিকতা:

অর্থ বিভাগেই শুরু হবে। কারণ এটি নির্দেশিকা প্রণয়নের কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সমন্বয়কারী ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) পাইলটিং সময়কাল:

শুরু: আগস্ট ২০২৫, শেষ: অক্টোবর ২০২৫

(ঙ) প্রত্যাশিত উপকার ও সাশ্রয়:

মামলার গড় নিষ্পত্তির সময় ২৫% কমবে, প্রাথমিকভাবে ২০০+ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব প্রায় ১৫-২০ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্তকদ হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে :

সম্পৃক্ত পক্ষসমূহ:

- অর্থ বিভাগ
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
- সলিসিটর উইং
- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
- প্যানেলভুক্ত আইনজীবীরা

কাজে লাগানোর উপায়:

- নিয়মিত সমন্বয় সভা
- মাসিক মনিটরিং
- প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন
- অনলাইন ডেটাবেইজ শেয়ারিং

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

মানব সম্পদ:

- আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিনিধি দল
- আইটি সাপোর্ট টিম

আর্থিক সম্পদ:

- অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত বাজেট
- প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত অনুদান

প্রযুক্তিগত রিসোর্স:

- অনলাইন মামলা ট্র্যাকিং সিস্টেম
- ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ পদ্ধতি

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম :

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১	নির্দেশিকা খসড়া প্রণয়ন	অর্থ বিভাগ	আগস্ট ১-১৫	
২	কমিটি গঠন, প্রজ্ঞাপন জারি	অর্থ বিভাগ	আগস্ট ১-১৫	
৩	জনমত ও স্টেকহোল্ডার পরামর্শ	আইন অধিশাখা	আগষ্ট ২০-২৫	
৪	অ্যাটর্নি অফিস ও বার কাউন্সিল চূড়ান্ত নির্দেশনা অনুমোদন	সচিব অর্থ বিভাগ	সেপ্টেম্বর ০১	
৫	নথি প্রক্রিয়ায় প্রেরণ পাইলট বাস্তবায়ন শুরু	অর্থ বিভাগ	সেপ্টেম্বর ০৫	
৬	পরীক্ষামূলক প্রয়োগ,ফলাফল মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন	আইন অধিশাখা	অক্টোবর ১৫	

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

টেকসইকরণ কৌশল

- প্রতি তিন মাসে আইনজীবীদের পারফরমেন্স রিভিউ
- অনলাইন ডাটাবেজে মামলার আপডেট
- মাসিক সমন্বয় সভায় অগ্রগতি মূল্যায়ন
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- সফল প্রয়োগের পর অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে রোলআউট
- সংশোধনী প্রস্তাবের জন্য ফিডব্যাক মেকানিজম চালু

এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে, আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে, যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

অর্থ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা

ভূমিকা:

অর্থ বিভাগে সরকারি স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত ও চলমান মামলাসমূহ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালনা ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারি করা হলো:

১. প্রযোজ্যতা ও প্রবর্তন:

(ক) এই নির্দেশনা অর্থ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(খ) এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কমিটি গঠন:

অর্থ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি 'আইনজীবী নিয়োগ কমিটি' গঠন করা হবে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ মহবেন:

- অর্থ বিভাগের আইন অধিশাখার প্রতিনিধি
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
- সলিসিটর উইংয়ের একজন প্রতিনিধি
- অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের একজন প্রতিনিধি (ন্যূনতম ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদমর্যাদার)

৩. নিয়োগের মেয়াদ ও নবায়ন:

প্যানেল আইনজীবীর প্রাথমিক নিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর হবে। তবে, যে সকল আইনজীবীর কর্মদক্ষতা ও পারফরমেন্স সন্তোষজনক বিবেচিত হবে, আইনজীবী নিয়োগ কমিটির সুপারিশক্রমে তাদের নিয়োগের মেয়াদ পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪. কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন (KPI) ও নিরীক্ষণ:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ কমিটি কর্তৃক আইনজীবীদের পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য Key Performance Indicator (KPI) নির্ধারণ করতে হবে। এই KPI অনুযায়ী, কমিটি ন্যূনতম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আইনজীবীদের মামলা পরিচালনার পারফরমেন্স মূল্যায়ন করবে। যে সকল আইনজীবীর পারফরমেন্স অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে, তাদের বিষয়টি কমিটিতে উপস্থাপন করে প্যানেল থেকে বাদ দিয়ে নতুন আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ড:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ অর্জনসহ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তালিকাভুক্ত আইনজীবী হতে হবে অথবা সুপ্রীম কোর্টে ওকালতির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসরের সক্রিয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে, আইনে উচ্চতর ডিগ্রি (যেমন: বার-এট-ল বা পিএইচ.ডি.) থাকলে আইন পেশার অভিজ্ঞতা কিছুটা শিথিলযোগ্য হতে পারে।

(খ) সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে রিট মামলা এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) আবেদনকারী আইনজীবীকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, ২ কপি ছবি, ওকালতির অভিজ্ঞতা ও এর মেয়াদ উল্লেখপূর্বক স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি/ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত সুনাম ও সততার সনদ, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদের সত্যায়িত কপি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

৬. স্বার্থের সংঘাত ও নিয়োগ বাতিল:

সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সংঘাত বা ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, প্যানেল আইনজীবী কমিটি কর্তৃক তা যাচাই-বাছাই করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তার নিয়োগ বাতিলের সুপারিশ করা হবে।

৭. নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সাক্ষাৎকার:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী আইনজীবীর সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু এটি একটি সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম, সেহেতু পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (PPR) অনুযায়ী সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৮. শর্তাবলী, সম্মানী ও চুক্তি:

নিয়োগের শর্তাবলী, সম্মানী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৯. রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তাকে সহায়তা:

নিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীকে অর্থ বিভাগের মামলা পরিচালনায় রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক সহায়াতা প্রদান করতে হবে।

১০. বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্র:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের সার্কুলার অনুযায়ী, প্রত্যাশী সংস্থার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা যাবে।

১১. অন্য আইনজীবীর নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা:

অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি ব্যতীত নিযুক্ত বেসরকারি আইনজীবী মামলা পরিচালনায় অন্য কোনো আইনজীবীকে নিয়োগ করতে পারবে না।

১২. মামলা নিষ্পত্তির ফলাফল অবহিতকরণ:

প্রতিটি মামলা নিষ্পত্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে তার ফলাফল অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে সংস্থার সাথে পরামর্শ করতে হবে।

১৩. দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা:

সংশ্লিষ্ট বেসরকারি আইনজীবী অবহেলা বা অন্য কোনো কারণে মামলার ক্ষতিসাধন করলে, তার জন্য উক্ত আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে অভিযোগ পেশ করা যাবে।

১৪. ব্যাখ্যার ক্ষমতা:

এই নীতিমালার কোনো অংশে অস্পষ্টতা থাকলে প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে অর্থ বিভাগ ব্যাখ্যা প্রদান করে তা স্পষ্ট করতে পারবে।

১৫. মামলা নিষ্পত্তি পর্যালোচনা ও মাসিক সভা:

আইন অধিশাখা প্রতি তিন মাস অন্তর মামলা নিষ্পত্তির পর্যালোচনা করবে। এছাড়াও, মাসিক সমন্বয় সভায় মামলা সংক্রান্ত বিষয় এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।

১৬. রহিতকরণ ও হেফাজত:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত পূর্বে জারিকৃত কোনো নির্দেশিকা থাকলে, এতদ্বারা তা রহিত করা হলো।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

Preparing RIOs with necessary Knowledge, Skills & Attitude (KSA)

01 Problem Identification through Root Cause Analysis

02 Codifying Own Org. Reform (Policy, Practice, Process & Structure) Agenda

03 Identifying Policy Options to Resolve the Problems

04 Engaging Stakeholders, Analyzing SWOT, Mapping Risk, Buy-in & Managing Change

05 Undertaking Pilot Project as Action Plans

06 Evaluating Skill & Entrepreneurship Dev. & Employment Generation Strategy under Policy Coherence

“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”

BPATC   অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়